বি ই কলেজে ছাত্রদের জরিমানা: বিরোধিতা সংগঠনগুলির

সন্দীপ স্বর্ণকার, হাওড়া: শিবপুর বি ই কলেজে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংঘর্ষের জেরে ছাত্রদের আর্থিক জরিমানা করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে কলেজের ছাত্র সংগঠনগুলি। আই সি ও এস এফ আই বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, তারা এখনও নোটিস হাতে পায়নি। পেলে প্রতিবাদ জানানো হবে। এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার ইন্দ্রনাথ সিনহা জানিয়েছেন, উপাচার্য দিল্লি গিয়েছেন, তিনি ফিরলেই নোটিস দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, স্নাতক স্তরের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রী ও অন্য বর্ষের ছাত্রীদের কোনও জরিমানা হচ্ছে না।

জরিমানার বিষয়ে আই সি সংগঠনের এক মুখপাত্র জানান, বিষয়টি অত্যন্ত আপত্তিকর। কোনও যুক্তি নেই। আমাদের আচরণে কলেজের সেভাবে কোনও ক্ষতি হয়নি। তা সত্ত্বেও ছাত্র প্রতি এক হাজার টাকা শাস্তি মানে ছাত্রদের তো বটেই, অভিভাবকদেরও শাস্তি দেওয়া। বর্তমানে স্নাতক স্তরের জরিমানার আওতায় প্রায় ১২০০ ছাত্র রয়েছে। ছাত্রদের আচরণ বিধির নাম করে এটা এভাবে কলেজের তহবিল বৃদ্ধির রাস্তা বলে মন্তব্য করেছেন বহু ছাত্র। অন্য ছাত্র সংগঠনও একই অভিমত প্রকাশ করে।

এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে ছাত্রদের শৃঙ্খলারীতি নিয়ে এক ঘরোয়া আলোচনা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ডিন কর্নেল অঞ্জন ঘোষ, সাতটি হস্টেলের সুপার ও কয়েকজন ছাত্রপ্রতিনিধি। সেখানে বলা হয়, ছাত্রছাত্রীদের তো বটেই, সুপারদেরও শৃঙ্খলার ব্যাপারে সহযোগিতা করা উচিত। কলেজ প্রশাসনেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে।

অন্যদিকে, যে রেবেকার (কলেজের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান) চাঁদা সংগ্রহ ও নির্বাচন ঘিরে সংঘর্ষের সূত্রপাত, আজ সেই রেবেকা শুরু হচ্ছে। চলবে চারদিন। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্নাতক স্তরের ছাত্র সংসদের নির্বাচন আগামী ২ মার্চ হবে। স্নাতকোত্তর স্তরের নির্বাচন যথারীতি ২৮ ফেব্রুয়ারিই হচ্ছে।

অন্যদিকে, আনন্দ কৃষ্ণান কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি আই আই টি আই এন আই স্তরে উন্নীত হওয়ার যে প্রস্তাব এসেছে, সে ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন বেসুটার সম্পাদক মানস হীরা জানিয়েছেন, আই আই টি আই এন আই স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টি অনুমোদন পেয়ে গেলে জেলার পক্ষে তো বটেই, রাজ্যের পক্ষেও সম্মানের। এর পুরো দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর গেলেই ভালো।

বৃহস্পতিবার দিল্লিতে আই আই টি আই এন আই স্তরের বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ওই কমিটির সঙ্গে বি ই কলেজের উপাচার্য নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সির ডিন বিশ্বনাথ দত্তর বৈঠক হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষে ছিলেন জহর সরকার। বৈঠকের সম্পর্কে কেউ মুখ খুলতে চাননি। আই আই টি আই এন আই স্তরে পৌঁছলে বর্তমানের চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বেশি টাকা পাবে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি। বর্তমানে বছরে প্রায় ১৫ কোটি টাকা পায়।